অনন্ত বিজয়কে – ২

অনন্ত, সামান্য কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি যেগুলো ব্যস্ততার মধ্যে উত্তর দিতে গিয়ে সেভাবে লিখতে পারিনি।

- ভুলে যাবে না যে, আমি কোরান, হাদিস ও ইসলামের যে পরিমান সমালোচনা করেছি/করছি তার ০.০০০১% ও বাইবেলের সমালোচনা করিনি। তুমি আমার অতীত লেখাগুলো পড়ে দেখতে পারো, যদিও আর্কাইভে খুব কম-ই সেভ করা আছে। আর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে তো এখনো যাওয়াই হয় নি! তার মূল কারণ হচ্ছে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আমার তেমন একটা আইডিয়া নেই। তবে চেষ্টা করছি জানার। বাইবেলের যে দু-একটি ইসু আমার লেখাতে এসেছে সেটাও বলতে পারো অনেকটা দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর। উদাহরনস্বরূপ, গত লেখায় পৃথিবীর আকার/ঘূর্ণন নিয়ে যে ইসু এসেছে সেটা কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে অভিজিতের এক উত্তর থেকে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, মানুষ সাদা চোখে সবগুলো ধর্মগ্রন্থকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে পৃথিবীর আকারকে সমতল বানিয়ে দিচ্ছে, যেটা একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি। এরকম আরো কিছু কমন ইসু আছে। অথচ একটু গভীরভাবে দেখলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। বাইবেল থেকে যে দু-একটি ইসু আমার লেখাতে এসেছে সেগুলো কিন্তু আমার কাছে জেনুইন মনে হয়েছে। যেমন, তুমি বা যে কেহ বাইবেলের পৃথিবীকে যে কোনভাবে স্ফেরিক্যাল বানানো যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে পারো।
- প্রশংসার ক্ষেত্রে কেন অথেন্টিসিটির প্রশ্ন আসে না, অথচ সমালোচনার ক্ষেত্রে বার বার কেন আসে - তার একটি লজিক্যাল ব্যাখ্যা আমার 'নাউ ইজ দ্য টাইম' লেখার প্রথমেই দিয়েছি। তোমাকে দেওয়া গত উত্তরেও একটি উদাহরন দিয়েছি। দেখে নিতে পারো। মনে করো, আমি যদি বলি, 'অনন্ত খুব সৎ ও ভালো ছেলে'। সেক্ষেত্রে অনন্ত প্রকৃতপক্ষে সৎ ও ভালো না হলেও কিন্তু আমার এমন কথায় রেগে যাবে না বা কোনরকম প্রমান দেখাতে বলবে না। মুচকি হাসি দিয়ে কিছুটা লজ্জা পেতে পারে মাত্র। কিন্তু অন্য কেহ যদি বলে, 'অনন্ত একজন বখাটে ও বাজে ছেলে'। এবার অনন্ত কিন্তু রেগে যেতে পারে এবং সেই সাথে এমন বাজে কমেন্টের কারণ দর্শাতে বলতেও পারে। আশা করি বুঝাতে পেরেছি।
- অরিজিনাল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থ বা নিদেনপক্ষে ভালো একটি অনুবাদ কেন ব্যবহার করতে বলা হয় তার ব্যাখ্যা আমি গত লেখায় দিয়েছি। অনুবাদ যত নির্ভুল হবে, ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তি ততই কম হবে। যুক্তিটা কিন্তু খুবই সহজ-সরল। তুমি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করলে তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে।
- বাইবেল বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অরিজিনাল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা কপি পড়ার জন্য কাউকে উপদেশ দেওয়ার আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে : (ক) দেখাতে হবে যে, সেই সকল গ্রন্থের অরিজিনাল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা কপি আদৌ আছে কি না; (খ) যদি থেকে থাকে সেগুলো এ্যাভেইলেবল কি না; (গ) সেই গ্রন্থগুলো আপডেট করা হয়েছে কি না, আপডেট করা হয়ে থাকলে বর্তমান যে কপি আমাদের হাতে আছে সেটাকে আমরা সঠিক/অরিজিনাল হিসেবে ধরে নিতে পারি কি না; (ঘ) সেই গ্রন্থগুলোর কতোগুলো ভার্শন বাজারে আছে। যদি একাধিক ভার্শন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কোন্ ভার্শনকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া যাবে। ইত্যাদি।
- কিল্ (Kill), কিস্ (Kiss) ইত্তাদি শব্দগুলো যেহেতু সকল অবিধানেই আছে সেহেতু সেই শব্দগুলো কোন গ্রন্থে ব্যবহার করার মধ্যে আমি তো দোষের কিছু দেখি না। কোরানের আগে কিল্, কিস্ ইত্তাদি শব্দ কি পৃথিবীতে ছিল না? কিল্, কিস্ ইত্তাদি শব্দ নিয়ে সমস্যা কোথায় সেটাতো আগে পরিস্কার করে বলতে হবে। অন্যথায় মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে।
- তুমি কি ভুল-ভ্রান্তি খোঁজার জন্য কখনো গীতাঞ্জলি, ইলিয়ড, ওডেসি, ওথেলো ইত্যাদি পড়েছ? নিশ্চয় না! মানুষ এসব গ্রন্থ এক ধরনের মন-মানসিকতা নিয়ে পড়ে, আবার ধর্মগ্রন্থ অন্য মন-মানসিকতা নিয়ে পড়ে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থের সাথে এসবের উদাহরন টানা লজিক্যাল না।

- যে কোন ধর্মের ইতিহাস পড়তে তো কোন আপত্তি নেই, তাই না। তবে পাসাপাসি এ-ও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে, ইতিহাসগুলো কখন, কিভাবে, কেন এবং কারা সংকলন করেছেন। তাদের কি কোন উদ্দেশ্য ছিল? মুয়াবিয়া, এজিদ প্রমুখ'রা কারা? ইত্যাদি। এখন আমি যদি একজন সংশয়বাদী হয়ে প্রশ্ন করি, অনন্ত কিভাবে নিশ্চিৎ হলো যে মুহাম্মদের দুই কন্যাকে তালাক দেওয়ার সাথে সুরা লাহাব সম্পর্কিত? অনন্ত কার লেখা থেকে এই তথ্য পেয়েছে? ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে অনন্ত কি আমাকে লজিক্যালি/সায়েন্টিফিক্যালি সন্তুষ্ট করতে পারবে?
- মানুষের ইতিহাসে নিদেনপক্ষে একটি উদাহরন কি অনন্ত দেখাতে পারবে যেখানে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক মিলে জামাত করে বিশাল একটি কবিতার বই লিখা হয়েছে, যেটা সমসাময়ীক লোকজন জানে না? এই 'জামাত করে' কবিতা লেখার রিডিকিউলাস তথ্য অনন্ত কোথা/কার থেকে পেল? অনন্ত কি জানে না যে কবি সাহিত্যিকরা সাধারণত নির্জন-নিরিবিলি জায়গাতে একা বসে কবিতা লিখতে পছন্দ করেন? গুহায় বসে মুহাম্মদের ধ্যান করার ইতিহাস অনন্ত চেপে যাচ্ছে কেন? ইতিহাস টেনে নিয়ে আস্‌লে সবই তো নিয়ে আস্‌তে হবে, তাই না। মুহাম্মদের ক্ষেত্রে শুধু অনন্ত 'জামাত' প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে কেন? রবি ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শামসুর রাহমান প্রমুখ'রা কি কখনো জামাত করে কবিতা লিখেছেন? নাকি মুহাম্মদের একা কবিতা লিখার যোগ্যতা ছিল না বলে অনন্ত মনে করে?
- বেনিফিট-অব-ডাউট বলে একটি সূত্র আছে, জানো নিশ্চয়। কোরান ছাড়া যে সকল সোর্স আছে সেগুলো শুধু যে অনেক পরে সংকলন করা হয়েছে তা-ই নয়, সেগুলো নিয়ে মুসলিমদের মধ্যেই যথেষ্ঠ বাকবিতন্ডা ও মতপার্থক্য আছে। সুতরাং এরকম কোন সোর্স থেকে কনক্লুশন ড্র করাটা কি লজিক্যাল হবে? বেনিফিট-অব-ডাউট সূত্রকে কি লংঘন করা হবে না?

তোমার প্রথম লেখায় প্রশ্ন করেছিলে :

> **"রায়হান ভাই, কোরানের সবটুকুই আল্লাহর বাণী না হযরত মোহাম্মদ আরো কয়েকজনের সহায়তায় এটি সংকলিত করেছেন, এই প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না।"**

তার মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে, কোরানের একটি অংশ আল্লাহর বাণী আর বাকী অংশ মুহাম্মদ কয়েকজনের সহায়তায় লিখেছেন? আশা করি পরবর্তী লেখাতে লজিক্যাল একটি উত্তর দেবে।

ভালো থেকো।

রায়হান

22-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com